চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৬ অক্টোবর ২০২২ খ্রি.

মহেশ খালের উপর নির্মিতব্য ব্রীজের উদ্বোধনকালে সিটি মেয়র

জলাবদ্ধতা নিরসনে বাস্তবায়িত মেগা প্রকল্পের বাইরে ২১টি খালের পুনঃরুদ্ধার ও সংস্কার জরুরি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, এই নগরীর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জলাবদ্ধতা। আগ্রাবাদ, গোসাইলডাঙ্গা ও হালিশহর এলাকা এমনিতেই নীচু এলাকা, জোয়ারে সময় এই এলাকাগুলো পানিতে ডুবে যায়। তদুপরি বর্ষা মৌসুমে অতিমাত্রায় বৃষ্টি হলে জোয়ারের পানি ও বৃষ্টির পানি একাকার হয়ে তীব্র জলজটের সৃষ্টি হয়। এই জলজটের কারণে এলাকার জনসাধারনের ভোগান্তি চরম আকার ধারণ করে। জলজট নিরসনে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকার মেগা প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন না হওয়া এবং প্রকল্পের কাজের স্বার্থে খাল ও নালায় অস্থায়ী বাঁধের মাটি উত্তোলন না করার কারণে জলজটের ভোগান্তি থেকে এখনো নগরবাসি মুক্তি পাচ্ছে না। এবারের ঘুর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের প্রভাবে জলোচ্ছাসে আগ্রাবাদ ও দেশের বৃহত্তম ভোগ্যপণ্যের বাজার খাতুনগঞ্জে ব্যবসায়িগণ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছেন। জোয়ারের পানিতে তলিয়ে গেছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রায় পাঁচ শতাধিক গুদাম। এই ভোগান্তি থেকে পরিত্রানের জন্য চউক কর্তৃক বাস্তবায়িত মেগা প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মেগা প্রকল্পের ৩৬টি খালের বাহিরে নগরীতে আরো ২১টি খাল রয়েছে। এই খালগুলো পূনরুদ্ধারে জরুরী মনে করে চসিক ইতোমধ্যে খাল উদ্ধার ও সংস্কারে ডিপিপি প্রস্তুতের কার্যক্রম শুরু করেছে। আজ বুধবার সকালে গোসাইলডাঙ্গা ওয়ার্ডস্থ হাজী মোখলেসুর রহমান রোড সংলগ্ন মহেশ খালের উপর নির্মিতব্য ব্রীজের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

গোসাইল ডাঙ্গা ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. মোরশেদ আলীর সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর জাফরুল হায়দার সবুজ, সংরক্ষিত কাউন্সিলর ফেরদৌসী আকবর, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু ছালেহ, মনিরুল হুদা, নির্বাহী প্রকৌশলী বিপ্লব দাশ, আনোয়ার জাহান, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল আজিজ মোল্লা, শেখ মো. আবদুল মজিদ, এহতেশামুল হক শহীদ, কায়সার উদ্দিন, ওমর ফারুক, মাসুদ করিম, কারিনা বেগম নিজুলী প্রমুখ।

সিটি মেয়র আরো বলেন, এই ব্রীজ নির্মাণের ফলে আগ্রাবাদ সংলগ্ন নীচু এলাকাগুলো জলাবদ্ধতা থেকে কিছুটা নিস্কৃতি পাবে বলে আশা করি। জনগণের স্বার্থে নগরীর উন্নয়নে চসিক, সিডিএ ও চট্টগ্রাম ওয়াসাসহ সকল সেবা সংস্থাকে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। এই সমন্বিত কাজের মাধ্যমে নগরবাসি জলাবদ্ধতার ভোগান্তি থেকে রক্ষা পাবে। তিনি জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা পেতে জোয়ারের পানির প্রবেশ পথে স্থায়ী বাঁধ দেয়ার উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

মেয়র গৃহকর নিয়ে একটি মহল কর্তৃক কর দাতাদের আতংকিত করার যে হীন প্রয়াস চালাচ্ছে তাতে কর্ণপাত না করে স্থানীয় কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আপীল বোর্ডের মাধ্যমে অসংগতিপূর্ণ গৃহকর শুনানীর মাধ্যমে সহনীয় পর্যায়ে কর নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া হাতে নেয়অ হয়েছে তাতে কর দাতাদের আগ্রহ নিয়ে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধে অভিযান
৮ ব্যক্তিকে ৫৮ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বুধবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী নগরীর পোর্ট কানেকটিং রোডের সরাইপাড়া থেকে বড়পোল মোড় ও এক্সেস রোডের বেপারীপাড়া বাজার ও টিএন্ডটি বাজার এলাকায় প্রায় দুই শতাধিক অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করে রাস্তা ও ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়। ফুটপাতে অবৈধভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল রেখে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে চার দোকানদারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এতে অংশ নেন সিটি মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন পরিচালিত অপর অভিযানে নগরীর হালিশহর হাউজিং এস্টেট ও শ্যামলী আবাসিক এলাকায় ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন বাড়ী ও নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করা হয়। এ সময় চারটি নির্মাণাধীন ভবনের নীচে এডিস মশা বংশ বিস্তারে জমাটবদ্ধ পানির উৎস পাওয়ায় ভবন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩